21 JUN 2008

কর্মরতরা নানাভাবে হয়রানি ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন

৬১৮৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিনেও স্থায়ী হয়নি

খাগড়াছড়ি জেলা সংবাদদাতা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য অস্থায়ী রাজস্ব খাতে সৃজনকৃত ৬ হাজার ১৮৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিনেও স্থায়ী হয়নি। পদগুলো স্থায়ীকরণ না হওয়ায় কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্থায়ীপদে কর্মরতদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। বেতন-ভাতাপ্রাপ্তিতে বিলম্বসহ এ পদে কর্মরতরা নানাভাবে হয়রানি ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। জানা গেছে, ১৯৯৮ ও ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুকূলে অস্থায়ী রাজস্ব খাতে ৬ হাজার ১৮৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয় এবং প্রচলিত বিদ্যমান নিয়োগবিধি অনুসরণে নতুন নিয়োগের মাধ্যমে এ পদগুলোতে শিক্ষক পদায়ন করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী তিন বছরের মধ্যে এ পদগুলো স্থায়ী হওয়ার পৃঃ ১৮ঃ কঃ ৫

৬১৮৩টি সহকারী শিক্ষকের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

কথা। কিন্তু নির্ধারিত সময় বহু পূর্বে পার হয়ে গেলেও অস্থায়ী রাজস্ব খাতে সৃজনকৃত পদে কর্মরত সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি এখনো স্থায়ী হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, সৃজনকৃত ৬ হাজার ১৮৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ স্থায়ীকরণের বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পক্ষে মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন গত বছর ২২ জুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে পত্র দেন। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় এক বছর সময় পার হয়ে গেলেও এ বিষয়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। অপর একটি সূত্র জানায়, অস্থায়ী রাজস্ব খাতে সৃজিত পদগুলোর মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ২১২টি পদ রয়েছে। ২০০৩-২০০৪ সালে বিদ্যমান নিয়োগবিধি অনুসরণ করে নতুন নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকা পদায়ন করা হয়। অস্থায়ী রাজস্ব খাতে পদায়নকৃত এ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরিকাল ইতোমধ্যে তিন বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু পদগুলো স্থায়ী হয়নি। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মনীন্দ্র লাল ত্রিপুরা জানান, বিষয়টি নিয়ে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে লেখালেখি চলছে, কিন্তু কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরো জানান, তিন পার্বত্য জেলার বিদ্যমান নিয়োগবিধি মোতাবেক মহিলা কোটায় ৬০% শিক্ষিকা নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়। নিয়োগের সময় সম্প্রদায়ভিত্তিক কোটা কম-বেশী হওয়ার কারণে এ সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু নবপ্রণীত বদলী নীতিমালানুযায়ী অস্থায়ী রাজস্ব খাতে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সমপর্যায়ে পদ শূন্য না থাকায় তাদের সুবিধামত জায়গায় বদলী হতে পারছেন না। খাগড়াছড়িতে এ সমস্যা বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। তিনি এ বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টার জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করেন।